মিলনে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে প্রশ্ন আদালতে

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : ইচ্ছা না হলে যৌন মিলনে না বলার অধিকার রয়েছে একজন যৌনকর্মীর। তা হলে বিবাহিত স্ত্রীর সেই অধিকার থাকবে না কেন? এটা নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্ন। সেই অধিকারে কেন বঞ্চিত হবেন কোনও বিবাহিত মহিলা? সংবিধানের ১৪ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের উল্লেখ করে শুক্রবার একটি মামলার শুনানিতে এই প্রশ্ন তুলল দিল্লি হাইকোর্ট। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বৈবাহিক ধর্ষণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ধরা হয় না। আইনের ধারায় এটি ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই ধারার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেছিল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সেই মামলার শুনানি চলছে দিল্লির উচ্চ আদালতে।

বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে শুক্রবার শুনানি চলে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি রাজীব শাকধরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে। আইনের চোখে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন মিলন ধর্ষণ। এই আইন অনুযায়ী, একজন যৌনকর্মীকেও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন মিলনে বাধ্য করা যায় না। বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকার আইনের চোখে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়েই এদিন মন্তব্য করে আদালত। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্র বাদ দিলে স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনকে ধর্ষণ বলে দেগে দেওয়া খুব শক্ত ব্যাপার। যৌন নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনে যৌনকর্মীদের যে সাধারণ রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, সেটা দম্পতিদের মধ্যে ইচ্ছাবিরুদ্ধ যৌন মিলনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এই মামলায় আদালত বন্ধু প্রবীণ আইনজীবী রাজশেখর রাওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিচারপতি বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনে যৌনকর্মীকে যে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, দেশের অন্যান্য মহিলাদের তার চেয়ে কম অধিকার দেওয়া যায় না। অন্যকে যৌন আনন্দ দেওয়া যৌনকর্মীর কাজ। সেক্ষেত্রেও তাঁর যদি যৌন মিলনে না বলার অধিকার থাকে, তা হলে বিবাহিত স্ত্রীরও সেটা থাকা উচিত।'

কেন্দ্রের তরফে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, বৈবাহিক ধর্ষণকেও আইনের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সমস্ত রাজ্য সরকার, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সাংসদ সহ বিশিষ্টদের মতামত চাওয়া হয়েছে। সরকারি আইনজীবী মণিকা অরোরা বলেন, দাম্পত্য হিংসা বা ধর্ষণকে আইনের আওতায় আনতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশোধনী আনার চিন্তাভাবনা চলছে।

বেঞ্চের অপর এক বিচারপতি হরি শংকর, বলেন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও সেই সম্পর্কের চাহিদা একজন যৌনকর্মীর সঙ্গে তাঁর উপভোক্তার সম্পর্কের মতো নয়। যৌনকর্মীর সঙ্গে বিবাহিত মহিলার তুলনা টানা যায় কিনা, সেটা ভাবার বিষয়। এই প্রেক্ষিতে আদালত বন্ধু রাজশেখর রাও বলেন, আইনের চোখে সব নাগরিকের অধিকার সমান। এই অধিকার যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধরা যাক, স্বামী যৌন মিলন চাইছেন, কিন্তু স্ত্রী চাইছেন না। এরকম ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইচ্ছার চেয়ে স্বামীর ইচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার সংস্থান আইনে নেই।

শুক্রবার মকর সংক্রান্তিতে দেশের দুই আলাদা ছবি। উপরে বারাণসী পুণ্যস্নানে পুণ্যার্থীদের ভিড়। নীচে শুনসান হরিদ্বারের হর কি পৌরিঘাট। করোনার জন্য সেখানে বন্ধ করা হয়েছে মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন নারায়ণ মূর্তির জামাই

বরিসের চেয়ারে কি ঋষি?

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি : প্রবল বিতর্কের মধ্যে পড়ে বিপাকে পড়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। পরিস্থিতি আরও জটিল হলে তাঁকে পদত্যাগও করতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিকে ছিঁড়তে পারে ভারতীয় বংশোদ্ভূত চ্যান্সেলর ঋষি সুনকের কপালে।

গতবছর লকডাউনের সময় কোভিডবিধি ভেঙে পার্টি করার জেরে পদ নিয়ে টানাটানি পড়েছিল আগেই। প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়েছে। উঠে এসেছে নতুন তথ্য। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, শুধু লকডাউনের সময় নয়, রানি এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপের শেষকৃত্যের ঠিক আগেও পার্টিতে ব্যস্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কর্মীরা। সেখানে দেদার মদ্যপান, গানবাজনা চলে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই দেশজুড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জোরাল হয়েছে। আর এই টানাপোড়েনের মধ্যে ব্রিটেনের সম্ভাব্য নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভেসে উঠেছে চ্যান্সেলর ঋষি সুনকের নাম। বরিস ইস্তফা দিলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষিই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। ঋষি আবার নারায়ণ মূর্তির জামাই।

পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন বরিস। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সাংবাদমাধ্যমে চর্চা হয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচনে বরিসের নেতৃত্বে জয় পাওয়া কঠিন বলে মনে করছেন শাসক কনজারভেটিভ পার্টির নেতারা। দলীয়স্তরে ঋষিকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে ধারণা কূটনৈতিক মহলের। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ২০২১-এর ১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে পার্টির আয়োজন করেছিলেন সেখানকার কর্মীরা। উপলক্ষ্য, বরিসের প্রাক্তন যোগাযোগ আধিকারিক জেম স্ল্যাককে বিদায় জানানো। পাশের একটি দোকান থেকে আসে বাক্স ভর্তি মদ। বরিস অবশ্য সেখানে ছিলেন না, চেকার্সে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজপরিবারের প্রবীণ সদস্যের মৃত্যুতে গোটা দেশ যখন শোকস্তব্ধ তখন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে মদ্যপানের আসর বসানোর দায় প্রধানমন্ত্রীর ওপরেই বর্তেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিজের দপ্তরে পার্টির কথা অস্বীকার করেননি বরিস। তাঁকে নিশানা করে তোপ দাগতে শুরু করেছে বিরোধীরা।

বুধবার বরিসের পদত্যাগ দাবি করেন লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমার। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রতি ১০ জন ব্রিটেনবাসীর মধ্যে ৬ জন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পক্ষে। অন্যদিকে, মন্ত্রীসভার সদস্যরা বরিসের পাশে দাঁড়ালেও বিতর্ক থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন ঋষি। ইঙ্গিতপূর্ণ টুইটে তিনি লিখেছেন, 'ক্ষমা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী খুব ভালো কাজ করেছেন। এছাড়া বিষয়টি নিয়ে তো তদন্ত চলছেই।'

রানওয়েতে দুই বিমান মুখোমুখি

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : রানওয়েতে মুখোমুখি দুই বিমান।-শুক্রবার এমনই এক ভয়ংকর বিপর্যয় থেকে এক মুহূর্তের জন্য বাঁচল শতাধিক ভারতীয় যাত্রীর প্রাণ। ঘটনাস্থল দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

দুবাই থেকে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের দুটি বিমান 'ইকে-৫২৪' ও 'ইকে-৫৬৮' ভারতের উদ্দেশে প্রায় একই সময়ে রওনা হয়েছিল। দুটি বিমানের গন্তব্য ছিল হায়দরাবাদ এবং বেঙ্গালুরু। দুটি বিমানের অধিকাংশ যাত্রীই ছিলেন ভারতীয়।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) নির্দেশানুসারে প্রথমটি বিমানবন্দর ছেড়ে চলে যাওয়ার পাঁচ মিনিট বাদেই দ্বিতীয় বিমানের ওড়ার কথা। রাত ৯টা ৪৫মিনিটে হায়দরাবাদগামী বিমানটি যখন রানওয়ে দিয়ে দৌড়োতে শুরু করবে, তখন তার পাইলট দেখেন অন্য একটি বিমান উলটোদিক থেকে ছুটতে শুরু করেছে। বিমানটি দুবাই থেকে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে উড়বার কথা ছিল। পাইলট দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল থেকে পরবর্তী বিমানের পাইলটকে থামতে বলা হয়। পাশাপাশি বেঙ্গালুরুর বিমানের পাইলটকে ট্যাক্সি-বে-তে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। দুটি বিমান মিলিয়ে যাত্রী সংখ্যা ছিল আড়াইশোর বেশি।

১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ বাজেট

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। ১ ফেব্রুয়ারি পেশ হবে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট। উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ঠিক মুখে সাধারণ বাজেট পেশ করা হবে।

১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে নির্বাচন পর্ব। শুধু তাই নয়, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। এর আগে সংসদের পাঁচটি অধিবেশন করোনার কারণে কাটছাঁট করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই অধিবেশন সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। বাজেট অধিবেশন চলবে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় ইতিমধ্যে সংসদের বেশ কিছু কর্মী সংক্রামিত হয়েছেন। রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করির মতো বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও সংক্রামিত। এই অবস্থায় রাজ্যসভা ও লোকসভার সময়সূচি এদিক-ওদিক করে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন সংসদের আধিকারিকরা। সাংসদদের মধ্যেও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। কীভাবে অধিবেশন চলবে ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ও লোকসভার স্পিকার বৈঠকে চূড়ান্ত হবে বলে জানা গিয়েছে।

ঢাকায় ঘুড়ি বিক্রি ২ কোটি টাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি : পৌষ সংক্রান্তির উৎসবে মাতল ঢাকা। করোনার আতঙ্ককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইংরেজি বর্ষবরণের অনুষ্ঠান চলেছিল। সেই ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে পৌষ বিদায়ের আয়োজনেও খামতি ছিল না ঢাকার বাসিন্দাদের। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ঢাকার শাখারিবাজারে ২০ লক্ষের বেশি ঘুড়ি বিক্রি হয়েছে। তাল মিলিয়ে লাটাই-সুতোও বিকিয়েছে। সব মিলিয়ে ২ কোটি টাকারও বেশি কেনাকাটা হয়েছে বলে বাজার কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর। শুক্রবার বাংলাদেশে ছুটির দিন হওয়ায় দুপুরের পর থেকেই ঢাকার আকাশ ছেয়েছে রং-বেরংয়ের ঘুড়িতে। পুরাতন ঢাকার প্রতিটি বাড়ির ছাদ যেন হয়ে উঠেছে অনুষ্ঠানের মঞ্চ। সন্ধ্যাবেলায় তারস্বরে বেজেছে গান-ডিজে সাউন্ড বক্স।

ভারতে ফের বিপর্যয়ের শঙ্কা, বার্তা রাষ্ট্রসংঘের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের মধ্যেই সম্ভাব্য বিপর্যয়ের বার্তা দিল রাষ্ট্রসংঘ। তারা বলেছে, গত বছর দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো পরিস্থিতি ফের তৈরি হতে পারে ভারতে।

প্রতিদিনই দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। টপকে যাচ্ছে আগের দিনের মাইল ফলক। বৃহস্পতিবার দৈনিক সংক্রামিত ছিল আড়াই লক্ষের কোঠায়। শুক্রবার সেটা আরও ৬.৭ শতাংশ বেড়ে পৌঁছোল ২,৬৪,২০২-এ। যা গত ২৩৯ দিনে সর্বোচ্চ। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, ওমিক্রনের ছোঁয়ায় দৈনিক করোনা সংক্রণ জানুয়ারির শেষে ১০ লক্ষে পৌঁছোতে পারে। সেদিকেই যেন পরিস্থিতি এগোচ্ছে। শুক্রবার সংক্রমণের হার ১৪.৭ শতাংশ। মহারাষ্ট্র (৪৬,৪০৬), দিল্লি (২৮,৮৬৭)-তেও সংক্রমণ বাড়ছে। সারা ভারতে ওমিক্রনে সংক্রামিত ৫,৭৫৩। আগের দিনের চেয়ে ৪.৮৩ শতাংশ বেশি। তবে সুখবর হল, সংক্রমণ যতটা বাড়ছে মৃত্যু তুলনায় কম। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত ৩১৫ জন।

তবে এর মধ্যেই বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের ২০২২-এর রিপোর্ট (ডব্লিউইএসপি-২০২২) বলছে, ফের একটা বড় স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারত। গত বছর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের মারাত্মক রূপ ডেল্টা প্রজাতি দেশে ২ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। ওই ঘটনার পুনরাবৃত্ত হতে পারে

রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড ইকনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্টস ২০২২ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওমিক্রন সংক্রমণের জেরে মানুষের মৃত্যু এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় দুইই ঘটতে পারে ভারতে। ডেল্টার ধাক্কা এখনও ভারত পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

> "কোভিড নিয়ন্ত্রণে বিশ্বজোড়া সমন্বয় এবং টিকার সহজলভ্যতা ও সর্বজনীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া এই বিপদ থেকে শুধু ভারত কেন, বিশ্ব অর্থনীতিও রক্ষা পাবে না।
>
> – লিউ ঝেনমিন
> *রাষ্ট্রসংঘের অর্থ ও সামাজিক সচিব*

ওমিক্রন ধাক্কা দিলে অর্থনীতির সমূহ ক্ষতির মুখে পড়বে ভারত। এই থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও বলা হয়েছে রিপোর্টে। রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত শাখার উপসচিব জেনারেল লিউ ঝেনমিন বলেছেন, কোভিড নিয়ন্ত্রণে বিশ্বজোড়া সমন্বয় এবং টিকার সহজলভ্যতা ও সর্বজনীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া এই বিপদ থেকে শুধু ভারত কেন, বিশ্ব অর্থনীতিও রক্ষা পাবে না।

কোভিড ভাইরাস কোথাও নরম, কোথাও আবার চরমপন্থী। কোভিডের এহেন দ্বৈত রূপের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করলেন পোল্যান্ডের গবেষকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, কিছু মানুষের ক্ষেত্রে কোভিড ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অথচ অন্য অনেকের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। এর কারণ, মানুষের দেহে থাকা একটি বিশেষ জিন। ওই জিনের জন্য কোভিড কারও কারও শরীরে মারাত্মক দাগ কাটতে পারছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, ভারতীয়দের মধ্যে অন্তত ২৭ শতাংশের দেহে ওই জিনটি সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। আর ৮-৯ শতাংশ রয়েছে ইউরোপবাসীর মধ্যে।

তবে তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ বাড়ায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। আগের দুটি ঢেউয়ে ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বিপজ্জনক ভাইরাস শিশুদের সেভাবে ছুঁতে পারেনি। কিন্তু ওমিক্রনের ধাক্কা এবার শিশুদের গায়েও লেগেছে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের বিশেষজ্ঞ রাকেশ লোধা বলেছেন, ওমিক্রন হামের মতো সংক্রামক। যার আর ভ্যালু ১০-এর কাছাকাছি। তাই হামের মতোই এটা শিশুদের ধরছে। এইমসের ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া জানিয়েছেন, আমেরিকায় সংক্রামিত শিশুদের অনেকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। এটা আনুষঙ্গিক অসুস্থতার জন্য নাকি অন্য কোনও কারণে, তা জানা না থাকায় উদ্বেগ বাড়ছে।

দিল্লির ফুল বাজারে ব্যাগ ভর্তি বিস্ফোরক

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দিল্লিতে নাশকতার ছক ফাঁস। শুক্রবার পূর্ব দিল্লির গাজিপুরের ফুল বাজারে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরক। কে বা কারা ব্যাগটি বাজারে রেখেছিল তা এখনও জানা যায়নি। কোনও জঙ্গি সংগঠন ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এক ব্যক্তি দমকল বিভাগে ফোন করে পরিত্যক্ত ব্যাগটির কথা জানান।

দমকল বিষয়টি পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন পুলিশের আধিকারিকরা। ফুল বাজারের গোটা এলাকা খালি করে দেয় পুলিশ। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড এসে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে আইইডি নিষ্ক্রিয় করে। এনএসজি'র ডিজি এমএ গণপতি জানান, বিস্ফোরকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আইইডি-তে আরডিএক্স ও অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট যৌগের খোঁজ পেয়েছে বম্ব স্কোয়াড।

মানবশিশুর লেজ

ভুবনেশ্বর, ১৪ জানুয়ারি : লেজসমেত এক মানবশিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা ঘটল ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ডাক্তাররাও এমন দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। চিকিৎসকরা অবশ্য ওই মানবশিশুর লেজ অস্ত্রোপচারের পর বাদ দিয়েছেন। ডাক্তার অশোক কুমার মহাপাত্র জানিয়েছেন, বাচ্চাটির স্পাইনাল কর্ডের গঠনে অসংগতি ছিল জন্মের সময়। পিঠের একেবারে ওপরে লেজ গজিয়ে উঠেছিল। তিনটি সার্জারি করে শেষমেশ সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। লেজ সহ বাচ্চার জন্মানো বিরল বলেই জানান তিনি। বিশ্বে এমন ১৯৫টি ঘটনা ঘটেছে।

অখিলেশের সাইকেলে সওয়ার বিদ্রোহী নেতারা

লখনউ, ১৪ জানুয়ারি : শেষপর্যন্ত অখিলেশ যাদবের হাত থেকে সমাজবাদী পার্টির ব্যাটন হাতে তুলে নিলেন বিদ্রোহী বিজেপি নেতারা। যে লাল টুপিকে উত্তরপ্রদেশের জন্য বিপদ বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কটাক্ষ করেছিলেন সেই লাল টুপিওয়ালাদের হাতে হাত মিলিয়ে যোগী আদিত্যনাথকে কুর্সিচ্যুত করার অঙ্গীকার করলেন স্বামীপ্রসাদ মৌর্য, ধরম সিং সাইনির মতো বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রীরা।

এই নেতারা সপা শিবিরে নিশ্চিত ছিল। বাকি ছিল আনুষ্ঠানিক যোগদান পর্বের। এদিন রীতিমতো জয়োল্লাসের মধ্যে দিয়ে মৌর্য, সাইনিদের পাশাপাশি সপায় শামিল হয়েছেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ পাঁচ বিধায়ক রোশনলাল বর্মা, ব্রিজেশ প্রজাপতি, মুকেশ বর্মা, বিনয় শাক্য এবং ভাগবতী সাগর। সাইকেল বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন বিজেপির আরও এক জোট সঙ্গী আপনা দলের নেতা চৌধুরী অমর সিং।

ওবিসি নেতারা যখন যোগীর প্রতি ক্ষোভ উগরে সপায় যোগ দিচ্ছেন, তখন ওবিসিদের মন পেতে দলিতের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে শুক্রবার গোরক্ষপুরে অমৃতলাল ভারতী নামে এক দলিতের বাড়িতে পাত পেড়ে খিচুড়ি খেলেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, ভোটের আগে ওবিসি সম্প্রদায়ের মন পেতে তাঁর এমন পদক্ষেপ।

যোগ দিয়ে স্বামীপ্রসাদ মৌর্য বলেন, 'আজ বিজেপির শেষের শুরু হওয়ার কারণে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠেছে।' গতবার ভোটের আগে মায়াবতীর বসপা ছেড়ে বিজেপিতে ঢুকেছিলেন স্বামীপ্রসাদ। গত মঙ্গলবার

বিক্ষুব্ধ নেতারা সপায়। নীচে দলিতের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ যোগীর।

মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন তিনি। তাঁর পথ অনুসরণ করে একে একে ইস্তফা দেন দারা সিং চৌহান, ধরম সিং সাইনি। তিন মন্ত্রী সহ ১০ জন বিধায়ক বিদ্রোহের পথে হাঁটেন। প্রত্যেকেই অনগ্রসর শ্রেণির প্রভাবশালী নেতা বলে পরিচিত। যোগী সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ করেন, অনগ্রসর শ্রেণি বা দলিতদের জন্য কোনও কাজ করেনি রাজ্য সরকার। ওই অভিযোগ অবশ্য নস্যাৎ করে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সিদ্ধার্থনাথ সিং। বলেন, ওবিসি ও দলিতদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। যাঁরা দল ছেড়েছেন তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য গিয়েছেন।

সিদ্ধার্থের বক্তব্যের জবাবে মৌর্য বলেছেন, বিজেপিতে একের পর এক উইকেট পড়ছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ক্রিকেট খেলতেই জানেন না। এদিন বসপা ও কংগ্রেসেরও কিছু বিক্ষুব্ধ নেতা সপায় যোগ দেন। সপার দলীয় কার্যালয়ে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে যোগদান পর্বের আয়োজন করা হলেও এদিন কাতারে কাতারে সপা সমর্থক হাজির হয়েছিলেন। যার জেরে সপার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।লখনউয়ের জেলাশাসক অভিষেক প্রকাশ জানান, পুলিশের অনুমতি ছাড়াই ওই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে এই ব্যাপারে।

'সবাই মরবি', পুলিশ ধরতেই অভিশাপ সাধুর

দেরাদুন, ১৪ জানুয়ারি : নরসংহারের নিদান দিয়ে বিপদে এবার রীতিমতো বিপাকে পড়েছেন অনুষ্ঠানের আয়োজক যতি নরসিংহানন্দ।

হরিদ্বারের ধর্ম সংসদের মঞ্চ থেকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে খুল্লমখুল্লা বিষোদ্গার করেছিলেন নরসিংহানন্দ ও অন্যান্য সাধুসন্ত। এই নিয়ে মামলায় শীর্ষ আদালত উত্তরাখণ্ড সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে। এরপর সম্মেলনের হোতা নরসিংহানন্দকে সমন পাঠিয়েছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে জিতেন্দ্র নারায়ণ সিং ত্যাগী নামে অন্য সাধুকে। গ্রেপ্তারের সময় গাড়ি থেকে যখন ত্যাগীকে নামতে বলে পুলিশ তখন সেই গাড়িতে উপস্থিতি ছিলেন নরসিংহানন্দ। তিনি রাগে অভিশাপ দিয়ে পুলিশকে বলেন, 'তোরা সবক'টা মরবি। তোদের বাড়ির বাচ্চাকাচ্চারাও বাঁচবে না। সাধুদের পিছনে লাগা!' এসব তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে ভাইরাল হওয়া ভিডিওয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি।

এখানেই না থেমে পুলিশের কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার ঢঙে ধর্ম সংসদের প্রধান মাথার প্রশ্ন, কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে জিতেন্দ্র ত্যাগীকে? পুলিশ কি ভেবেছে যে তিনি একা? সাধু সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ। প্রয়োজনে তাঁরা সকলে এক হয়ে প্রতিবাদ করবেন। তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ বোঝানোর চেষ্টা করে। তখন তাঁর হুঁশিয়ারি, 'তোমরা ভাবছ ত্যাগী বা আমি একা। তা নয়। আমরা সকলেই সবার সঙ্গে আছি।' ত্যাগীর আসল নাম ওয়াসিম রিজভি। সম্প্রতি তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে জিতেন্দ্র সিং ত্যাগী নাম নেন।

নিম্ন আদালতে ধর্ষণের অভিযোগে মুক্ত যাজক

কোচি, ১৪ জানুয়ারি : এক সন্ন্যাসিনীকে দু'বছরেরও বেশি ধর্ষণে অভিযুক্ত বিশপ ফ্রাঙ্কো মুলাক্কালকে প্রমাণের অভাবে শুক্রবার অব্যাহতি দিল কোট্টায়ামের অতিরিক্ত দায়রা আদালত। এই রায়ে অনেকেই হতাশ। রায়কে দুর্ভাগ্যজনক বলে ক্ষোভ চেপে রাখেননি তদন্তকারী অফিসারও।

১০০ দিনের ওপর চলা এই বিচারপর্বের রায়দানের পর আদালত চত্বর ছাড়ার সময় প্রফুল্ল দেখিয়েছে ওই যাজককে। তাঁর নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া 'ঈশ্বরের কৃপা' বলেই মনে করেন ফ্রাঙ্কো।

সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের ঘটনায় ফ্রাঙ্কোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২০১৮ সালে। তখন তিনি জলন্ধর ডায়োসিসের মিশনারিজ অফ জিসাস মণ্ডলীর প্রধান তথা বিশপ ছিলেন। ৫৭ বছর বয়সি ফ্রাঙ্কো মুরাক্কালই এদেশের প্রথম ক্যাথলিক যাজক যাঁকে সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের অভিযোগে বিচারের কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ১৩ বার ওই সন্ন্যাসিনীকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন এই যাজক বলে অভিযোগ।

তদন্তকারী অফিসার, কোট্টায়ামের প্রাক্তন এসপি এস হরিশংকর বলেছেন, 'আমাদের কাছে এই রায় অপ্রত্যাশিত। আমরা উচ্চ আদালতে আপিল করবো।' বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই যাজক অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলায় কার্যত একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন নিগৃহীতা। তাঁকে নানাভাবে চাপে রেখেছিলেন ক্ষমতাশালী যাজককুল। আদালত যাজককে বেকসুর খালাস দেওয়ায় সন্ন্যাসিনী কী পদক্ষেপ করেন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ।

লতাদিদি ভালো আছেন, জানালেন আশা

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : নিউমোনিয়া ও করোনায় সংক্রামিত দিদি লতা মঙ্গেশকারকে দেখে এলেন আশা ভোঁসলে। তিনি জানিয়েছেন, দিদি ভালো আছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছেন, লতাজি সাড়া দিচ্ছেন। একসপ্তাহ হতে চলল সুরসম্রাজ্ঞী মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ-এ আছেন। সর্দি কাশিতে ভুগছেন আশা। কোভিডবিধির জন্য তাঁকে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তাই বাইরে থেকেই দিদির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন। আশার কথায়, বয়সজনিত কারণে চিকিৎসকরা তাঁর দিদির ব্যাপারে সামান্যতম ঝুঁকি নেবেন না আর সেই কারণে দিদিকে আইসিইউ থেকে আপাতত সরানো হবে না। আরও কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।